পাশ্চাত্য দর্শনের আধুনিক পর্বের সূচনা থেকেই আত্মা বা মন এবং জড়বস্তু তথা দেহের মধ্যে চুলচেরা পার্থক্য করা শুরু হয়েছে। বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্ত ওই বিভাগের সূচনা করেন এবং স্পিনোজা ও লাইবনিজ নিজের মতো করে ওই বক্তব্যকে পুষ্ট করেছেন। অন্যদিকে, আধুনিক অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকরাও ওই পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, মন বা আত্মা একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য এমন দাবি লক ও বার্কলের। বার্কলে জড় দ্রব্য খণ্ডন করেও মনকে টিকিয়ে রেখেছিলেন এবং মনকেন্দ্রিক দর্শন গড়ে তুলেছিলেন। হিউম কিন্তু স্থায়ী দ্রব্যরূপে মন এবং জড় উভয়কে বাতিল করেছেন। হিউম আত্মা-দ্রব্যের ধারণাকে, যা দেকার্ত থেকে বার্কলে পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, তাকে বাতিল করেছেন, অন্তর্জগতের কার্যাবলির প্রাতিভাষিক বক্তব্যকে সামনে এনেছেন এবং আত্ম-অভিন্নতাকে প্রাতিভাষিক বিশ্লেষণে বাতিল করেছেন। আমরা ওই তিনটি দিকে হিউমের বক্তব্যকে সংক্ষেপে উপস্থিত করব।

■ আত্মা-দ্রব্যরূপে খণ্ডন

হিউম লক্ষ করেছেন যে, কোনো কোনো দার্শনিকের মতে, জড় অথবা অজড় দ্রব্যগুলি অস্তিত্ববান যেখানে আমাদের প্রত্যক্ষগুলি সংলগ্ন হয়ে থাকে (inhere)। হিউম প্রশ্ন করেন, 'দ্রব্য এবং সংলগ্ন হয়ে থাকা' বলতে কী বোঝায়? তাঁর মতে, ওই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা জড় ও আত্মা উভয়ের ক্ষেত্রেই কঠিন এবং অসম্ভব। হিউমের জ্ঞানতত্ত্বের প্রধান এবং মৌলিক বাক্যটি হল—সকল ধারণাই হল পূর্ববর্তী কোনো ইন্দ্রিয়ছাপের অনুলিপি। যদি আত্মা বিষয়ক কোনো দ্রব্যের ধারণা আমাদের কাছে থাকে তাহলে অবশ্যই এর কোনো ইন্দ্রিয়ছাপ থাকবে। তা কিন্তু আমাদের কাছে কোনোভাবেই কোনো ছাপ আসে না এবং আসাটা অসম্ভব। একটি ইন্দ্রিয়ছাপ দ্রব্যের সদৃশ না হয়ে দ্রব্যকে কীভাবে উপস্থিত করবে বা প্রতিনিধিত্ব করবে? কারণ ইন্দ্রিয়ছাপ দ্রব্য নয় এবং দ্রব্যের কোনো বৈশিষ্ট্যই ইন্দ্রিয়ছাপের নেই।[1]

আত্মা-দ্রব্যবাদীদের কাছে হিউমের দাবি হল তারা সেই ইন্দ্রিয়ছাপকে দেখাক যা দ্রব্যের ধারণা সৃষ্টি করে। কীভাবে সেই ছাপ কাজ করে এবং কোন্ বস্তু থেকে ছাপটিকে পাওয়া যায়? তথাকথিত ওই ইন্দ্রিয়ছাপ কি সংবেদনের না অর্ন্তদর্শনের ইন্দ্রিয়ছাপ? এটি আনন্দদায়ক, না বেদনাদায়ক, না নিস্পৃহ? এটি কি সকল সময়ে উপস্থিত থাকে, না মাঝে মাঝে ফিরে আসে? যদি মাঝে মাঝে আসে তাহলে প্রধানত কোন্ সময়ে ফিরে আসে এবং কোন্ কারণগুলির দ্বারা উৎপন্ন হয়? আত্মা-দ্রব্যবাদীরা হিউমের তোলা প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে বলতে পারেন যে, সংজ্ঞা অনুযায়ী দ্রব্য হল তাই যা নিজে থেকে থাকতে পারে। হিউম ওই বক্তব্য বাতিল করে বলবেন যে ওই লক্ষণটি সেই সমস্ত কিছুতে প্রযোজ্য হবে যেগুলিকে ভাবা সম্ভব কিন্তু কোনোভাবেই দ্রব্যকে আকস্মিক গুণ থেকে, অথবা আত্মাকে তার প্রত্যক্ষগুলি থেকে পৃথক করবে না।[2] 'Treatise' গ্রন্থে দুটি সূত্র উপস্থিত করেছেন—

—যা কিছুকে স্পষ্টভাবে ভাবা যায় তা অস্তিত্ববান হতে পারে; এবং যা কিছুকে স্পষ্টভাবে ভাবা যায় কোনো ভঙ্গিতে, তা অস্তিত্ববান হতে পারে ওই একই ভঙ্গিতে।

—যা কিছু ভিন্নরূপ তা পার্থক্যযোগ্য, এবং যা কিছু পার্থক্যযোগ্য তা কল্পনায় বিচ্ছিন্ন হওয়ার যোগ্য।

এ দুটি সূত্রের ভিত্তিতে হিউম সিদ্ধান্ত করেছেন, যেহেতু আমদের সকল প্রত্যক্ষই পরস্পর থেকে এবং বিশ্বের সব কিছু থেকে ভিন্ন, তাই তারা স্বতন্ত্র এবং পার্থক্যযোগ্য এবং তারা পৃথকভাবে অস্তিত্ববান বলে ধরা যেতে পারে ও পৃথকভাবে অস্তিত্ববান থাকতে পারে এবং অস্তিত্বের জন্য তাদের অন্য কিছুর সমর্থন লাগবে না। কাজেই দ্রব্যের ওই সংজ্ঞা অনুযায়ী সব কিছুই দ্রব্য।[3]

Scanned by CamScanner

হিউম বলেন, প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ে নিখুঁত ধারণা (Perfect idea) থাকে না। দ্রব্য হল প্রত্যক্ষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং দ্রব্য বিষয়ে আমাদের কোনো ধারণা নেই। কোনো কিছুতে সংলগ্ন থাকার কথা বলার জন্য প্রত্যক্ষের অস্তিত্বের প্রতি সমর্থন প্রয়োজন। কিন্তু প্রত্যক্ষের অস্তিত্বের কোনো সমর্থন প্রয়োজন নেই। কাজেই দ্রব্যের কোনো ধারণা আমাদের নেই।

তেমনি 'সংলগ্ন থাকার' (Inhesion) ধারণা নেই। কোনো কিছুতে সংলগ্ন হওয়ার জন্য প্রয়োজন বলে মানা হচ্ছে প্রত্যক্ষের অস্তিত্বের প্রতি সমর্থনকে, কিন্তু প্রত্যক্ষের অস্তিত্বের জন্য কোনো সমর্থন প্রয়োজন নেই। কাজেই 'সংলগ্ন থাকার' (Inhesion) বিষয়ে আমাদের কোনো ধারণা নেই। ফলে আমাদের প্রত্যক্ষ জড় বা অজড় বস্তুতে সংলগ্ন থাকে কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না, কারণ আমরা প্রশ্নটির অর্থ বুঝি না। প্রত্যক্ষ কোনো দেহের সংলগ্ন হতে পারে না, কারণ তা দেহে স্থানগতভাবে অবস্থান করতে পারে না। আবার প্রত্যক্ষ কোনো অজড় দ্রব্যে সংলগ্ন হতে পারে না, কারণ যা অজড় তা বিস্তৃতি নামক প্রত্যক্ষলব্ধ গুণের আশ্রয় হতে পারে না। যদি বলা হয়, প্রত্যক্ষ নিশ্চয়ই কোনো কিছুতে সংলগ্ন হবে তাহলে চক্রাকার দোষ হবে। সুতরাং, প্রত্যক্ষ ও তার বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না।

■ প্রত্যক্ষ আমাদের কাছে আত্মার কোন্ ধারণা এনে দেয়?

আত্মাবাদীদের দাবি হল আমরা সকল সময়েই নিজের আত্মার বিষয়ে অন্তরঙ্গভাবে সচেতন (Intimately Conscious) থাকি। নাম না করেও হিউম দেকার্তের বক্তব্য সামনে এনেছেন। এই আত্মার অস্তিত্ব নিশ্চিত, এটি সরল, চেতনাবিশিষ্ট, অজড়। কিন্তু হিউম বলবেন আমাদের কোনো প্রত্যক্ষই স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় নয়। হিউমের সেই বিখ্যাত উক্তি সামনে আসে, "আমি যাকে স্বয়ং আমি (Myself) বলি যখন তার ভিতর চূড়ান্ত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে প্রবেশ করি, তখন কোনো-না-কোনো প্রত্যক্ষে হোঁচট খেয়ে পড়ি, উত্তাপ অথবা শীতলতা, আলোক অথবা অন্ধকার, ভালবাসা অথবা ঘৃণা, যন্ত্রণা অথবা আনন্দ। আমি কখনোই বিশেষ প্রত্যক্ষের বাইরে স্বয়ং আমিকে ধরতে পারি না, কখনোই প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্যকিছুকে পর্যবেক্ষণ করি না।"[1]

হিউম বলেন, যখন আমার প্রত্যক্ষগুলিকে কোনো সময়ের জন্য সরিয়ে দেওয়া হয়, যেমন গভীর ঘুমের মধ্যে, আমি নিজের বিষয়ে সংবেদনশীল থাকি না, এবং বলা যেতে পারে যথার্থই অস্তিত্ববান থাকি না। মৃত্যু এসে যখন আমার সকল প্রত্যক্ষের অবসান ঘটাবে, তখন আমি চিন্তা করব না, অনুভব করব না, দেখব না, ভালোবাসব না বা ঘৃণা করব না। দেহের ধ্বংসের পর আমি সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যাব।

হিউম নিজের মনের প্রাতিভাষিক বর্ণনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন শুধু তাই নয়, অন্যের মনে যদি অন্য কিছু পাওয়া যায় তবে তাকে অগ্রাহ্য করা যাবে না এমন বলেছেন। হিউম বলেছেন যে, যদি কেউ খোলা মনে গুরুত্ব সহকারে অন্তর্দর্শন করে দাবি করেন যে, তার নিজের সম্পর্কে ভিন্ন ভাবনা (different notion of himself) আছে, তাহলে হিউম তার সঙ্গে বিতর্কে নামবেন না, তার ভিন্ন মত প্রকাশের দাবি মানবেন। হিউম লিখেছেন, "He may, perhaps, perceive something simple and continued, which he calls himself; though I am certain that there is no such principle in me" (Ibid)। হিউম অন্তর্দর্শন ভিত্তিক প্রতিবেদনের ব্যক্তিনিষ্ঠতা (Subjectivity) ও সাপেক্ষতা (Relativity) মেনেছেন।

পরিবর্তনশীল মানসিকতা ও অভিন্নতার মধ্যে (Identity) কীভাবে সমন্বয় করা যাবে? হিউমের মতে, তথাকথিত আত্মা হল প্রবহমান মানসিকতার সমষ্টি, এর অতিরিক্ত কোনো স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা বা দ্রব্য নয়। প্রতিটি ব্যক্তির মন হল বিভিন্ন প্রত্যক্ষের গোছা বা সমষ্টি (Bundle or Collection), যেগুলি অকল্পনীয়

Scanned by CamScanner

দ্রুততায় একটি অপরটিকে অনুসরণ করে। মন বা আত্মাকে রঙ্গামঞ্চের[1] সঙ্গে তুলনা করা যায় যেখানে নানা প্রত্যক্ষ পর্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়, সরে যায়, পুনরায় আসে, নানাভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। এর মধ্যে সরলতা (Simplicity) নেই, কোনো অভিন্নতা (Identity) নেই, আমরা যতই তা ভাবি না কেন।

প্রশ্ন হল, অপরিবর্তনীয় সত্তা বলে যদি কিছু না থাকে তাহলে ব্যক্তি মানুষকে সম্পূর্ণ জীবনকাল ধরে অভিন্ন ব্যক্তি বলা যাবে কী করে? মন যদি রঙ্গামঞ্চের মতো হয় তাহলে রঙ্গামঞ্চের স্থায়িত্ব মনের ক্ষেত্রেও থাকবে! হিউম বলেন, অভিন্নতার ধারণা আছে যা প্রকৃতপক্ষে অপরিবর্তনীয় ও বিরামহীনতার ধারণা। এ ছাড়া আমাদের বৈচিত্র্যের ধারণাও আছে। হিউম বলেন যে, রঙ্গামঞ্চের সঙ্গে তুলনাটি আমাদের বিপথে নিয়ে যাবে না—এগুলি পর্যায়ক্রমিক প্রত্যক্ষ যা মনকে গড়ে।[2]

হিউম স্বীকার করেন যে, আমাদের প্রত্যক্ষগুলির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য থাকলেও সেগুলি একটি মাত্র সমগ্র বা গোষ্ঠী বা সেট গঠন করে, কারণ সেগুলি একই ব্যক্তির অভিজ্ঞতা। কিন্তু কেন ওই দ্রুত পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতাগুলি একটি সমগ্র (collection) গঠন করবে? কোন্ যোগসূত্র দিয়ে অভিজ্ঞতাগুলিকে বাঁধা যাবে? হিউম বলেন, 'মানুষের আত্মায় আমরা যে অভিন্নতা আরোপ করি তা নিছকই একটি কল্পনা এবং তা সেই রকমের যা আমরা আরোপ করি উদ্ভিদ ও জীবদেহগুলিতে।" প্রশ্ন ওঠে যথার্থই কি অভিন্নতার সম্পর্ক দিয়ে বিভিন্ন প্রত্যক্ষগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে যায় অথবা সেগুলি কল্পনায় অনুষঙ্গাবদ্ধ হয়ে পড়ে। হিউম দ্বিতীয় বিকল্পই গ্রহণ করবেন। সাদৃশ্য, সন্নিধি ও কারণতার নিয়মের ওপর অভিন্নতা নির্ভর করে।[3] এই সম্পর্কগুলির লক্ষণই হল যে, সহজেই এক ধরনের ধারণা থেকে অন্যটায় চলে যাওয়া যায়। সাদৃশ্য নিয়ম দেখায়, যেসব প্রত্যক্ষের মধ্যে সাদৃশ্য আছে (resemblance) সেগুলি অনুষঙ্গাবদ্ধ হয়ে পড়ে। যেমন, কোনো অপরিচিত ব্যক্তির মুখের সঙ্গে মিল থাকায় আমার বন্ধুর মুখের কথা মনে পড়ে যায়। স্মৃতি এখানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। স্মৃতি হল একটি শক্তি (faculty) যা অতীত প্রত্যক্ষের প্রতিচ্ছবিকে জাগিয়ে তোলে, যেহেতু একটি প্রতিচ্ছবি আবশ্যিকভাবে বস্তুর সদৃশ হয়, তাই চিন্তা শৃঙ্খলের মধ্যে সদৃশ প্রতিচ্ছবি উপস্থিত থাকলে আমাদের কল্পনাকে একটি যোগসূত্র (link) থেকে অন্য যোগসূত্রে নিয়ে যায়। হিউমের মতে, স্মৃতি কেবল কল্পনাকে আবিষ্কারই করে না, প্রত্যক্ষগুলির মধ্যে সাদৃশ্য উৎপন্ন করে অভিন্নতার গঠনে অবদান জোগায়।

সন্নিধির নিয়ম স্থানগত ও কালগত হতে পারে। যেসব প্রত্যক্ষগুলি একই স্থানে ঘটে সেগুলি সন্নিধির নিয়মে যুক্ত হয়। কোনো কুকুর এবং তার প্রভুকে বারবার একই সঙ্গে দেখা গেলে তাদের ধারণা এমনভাবে যুক্ত হয়ে যায় যাতে একটিকে দেখলে অপরটির কথা মনে আসে। তেমনি সময়ের দিক থেকে যে দুটি অভিজ্ঞতা বারবার একই সময়ে অথবা আগে-পিছে আসে তারা অনুষঙ্গাবদ্ধ হয়। বিদ্যুতের চমক এবং বাজপড়ার শব্দ, সুইচ দেওয়া এবং আলো জ্বলে ওঠা—এভাবে যুক্ত হয়। তবে হিউমের মতে, এই নিয়মটি বাদ দিতে হবে, এর বিশেষ গুরুত্ব নেই।

কারণতার বিষয়ে হিউম লক্ষ করেছেন যে মানুষের মনকে বিভিন্ন প্রত্যক্ষের কাঠামো হিসেবে দেখতে হবে যেখানে বিভিন্ন সংযোগীগুলি (links) কারণ-কার্যের সম্পর্কে যুক্ত হয় এবং পরস্পরকে উৎপন্ন করে, ধ্বংস করে, প্রভাবিত করে এবং পরিবর্তিত করে। আমাদের ইন্দ্রিয়ছাপগুলি তাদের অনুরূপ ধারণার জন্ম দেয়; ওই ধারণাগুলি আবার অন্যান্য ইন্দ্রিয়ছাপ সৃষ্টি করে। কেবলমাত্র স্মৃতির সাহায্যেই আমরা বিভিন্ন প্রত্যক্ষের মধ্যেকার কারণিক সম্পর্ক বুঝতে পারি। হিউম বলেছেন—'Hence memory is to be accounted the chief source of the idea of personal identity (Copleston)।

Scanned by CamScanner

■ হিউমের আত্মা ও অভিন্নতা তত্ত্বের মূল্যায়ন

এক্ষেত্রে সংক্ষেপে আমরা কয়েকটি বিষয় লক্ষ করতে পারি—

প্রথমত, কান্টের কাছে হিউমের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হয়নি। কান্ট মনে করেন যে, হিউম সমস্যাটির সঠিক স্থানটিতে উপনীত হননি। কান্ট হিউমের সঙ্গে একমত হবেন যে, অনুষঙ্গের নিয়মগুলি আমাদের অভিজ্ঞতার জগতে কাজ করে। কিন্তু এ নিয়মগুলি অসম্ভব হয়ে পড়বে যদি না মন নিছক অভিজ্ঞতার সমষ্টির অতিরিক্ত কিছু হয়। নিয়মগুলি নির্ভর করে স্মৃতির ওপর, স্মৃতির জন্য প্রয়োজন এক অভিন্ন স্থায়ী ব্যক্তিত্বের যাকে কান্ট 'Synthetic unity apperception' নাম দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, কপোলস্টোন মনে করেন, হিউম 'তাদাত্ম্য' বা 'অভিন্নতা' (Identity) শব্দটিকে অনেকার্থভাবে প্রয়োগ করেছেন। তিনি স্মৃতির কার্যাবলি বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেননি, যদিও স্মৃতির গুরুত্বের কথা বলেছেন। তার মতবাদে স্মৃতি কীভাবে সম্ভব সেই প্রশ্ন উঠে।

তৃতীয়ত, যদি বলা হয় যে, এক অর্থে মন সংকলন (Collection) সংগ্রহ (Collect) করে, কিন্তু কীভাবে তা করবে সেটাই প্রশ্ন। কারণ মন হল সংকলনের সঙ্গে অভিন্ন, যার প্রতিটি সদস্যই পৃথক বস্তু। একটি প্রত্যক্ষ কি অপরগুলির বিষয়ে সচেতন হতে পারে? যদি হয় তাহলে কীভাবে হবে?

চতুর্থত, হিউম মানবমনের যে প্রাতিভাষিক বিবরণ দিয়েছেন সেখানে স্বাভাবিকভাবে আত্মার অমরতার প্রশ্ন ওঠে না। তবে তিনি স্পষ্টভাবে দেহের মৃত্যুর পর আত্মার জীবিত থাকার সম্ভাবনা বাতিল করেননি। হিউমের মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাঁর বন্ধু জেমস্ বসওয়েন শেষ সাক্ষাৎকারে হিউমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি কি একটি ভবিষ্যৎ জীবনের স্বীকার করেন না? হিউম উত্তর দিয়েছিলেন, এটা সম্ভব যে এক টুকরো কয়লাকে আগুনে ফেলে দিলে সেটি নাও পুড়তে পারে। অর্থাৎ বিষয়টি যৌক্তিকভাবে সম্ভব। তবে অন্যত্র হিউম আত্মার অমরতা বিষয়ক অধিবিদ্যা এবং নৈতিক যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করেছিলেন। কপোলস্টোন লিখেছেন, 'This it seems to me, is only we would expect, if we bear in mind his account of the self.' (A History of Philosophy, Vol 5, P-2, Page 208)

পরিশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হিউম নিজের তত্ত্বের ত্রুটিগুলির বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। 'Treatise' গ্রন্থের ওপর সংযোজন Appendix-এ হিউম স্বীকার করেছিলেন যে, কীভাবে পরিবর্তনশীল, পরস্পর বিচ্ছিন্ন সংবেদনগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় সেই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ত্রুটিপূর্ণ। আমাদের পৃথক পৃথক প্রত্যক্ষগুলি হল পৃথক পৃথক অস্তিত্ব, এবং মন কখনও ওই পৃথক প্রত্যক্ষগুলির মধ্যে কোনো ঐক্য প্রত্যক্ষ করে না—নিজের এই দুটি বক্তব্যের মধ্যে হিউম কোনো সংগতি খুঁজে পাননি। হিউম তার সংশয়বাদের শরণাপন্ন হয়েছেন— 'For my part, I must plead the previlege of a sceptic and confess that this difficulty is too hard for my understanding'[1] (আমার পক্ষে আমি সংশয়বাদীর সুবিধা পাওয়ার জন্য ওকালতি করব এবং কবুল করব যে এই অসুবিধাটি আমার বোঝার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন)।

Scanned by CamScanner